তারার গগন

সাজজাদ হোসাইন খান

তারার গগন

সাজজাদ হোসাইন খান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
চট্টগ্রাম অফিসঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ ৬৩৭৫২৩
ঢাকা অফিসঃ ১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৯৫৬৯২০১

www.pathagar.com

তারার গগন

সাজজাদ হোসাইন খান

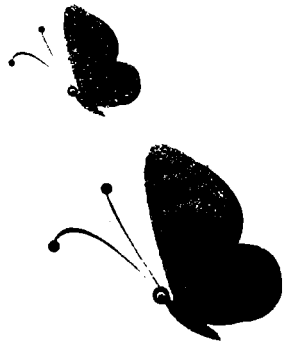

প্রকাশক
এস,এম, রইসউদ্দীন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
চট্টগ্রাম অফিসঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ ৬৩৭৫২৩
ঢাকা অফিসঃ ১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৯৫৬৯২০১

প্রকাশকাল
একুশে বই মেলা ২০০৭

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৯৫৭১৩৬৪

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
খলিল রহমান

অংকন
খলিল রহমান

ডিজাইন
ডিজাইন বাজার
৪৮ এবি পুরানা পল্টন, বাইতুল খায়ের টাওয়ার, ঢাকা-১০০০
ফোন-৭১৭১৯৭৫

দাম ঃ ৭০.০০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫২, গভ: নিউমার্কেট, আজিমপুর,ঢাকা
৩৮/৪, মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা

TARAR GOGON by Sajjad Hussain Khan
Published by S.M. Raisuddin, Director (Publication)
Bangladesh Co-operative Book Society Limited
125 Motijheel C/A, Dhaka.
Price: TK. 70.00, US$. 3.00, ISBN-984-493-098-7

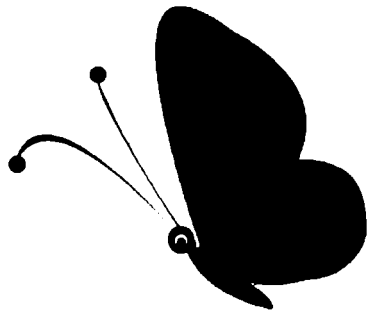

www.pathagar.com

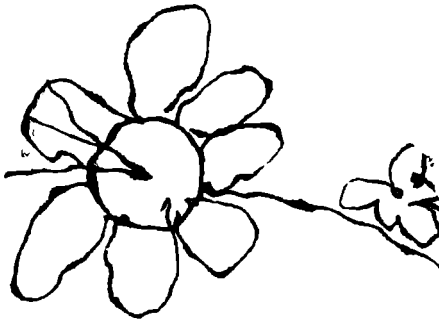

আহম্মদ বাসির
রেদওয়ানুল হক
কবিতার প্রতি দারুন সখ

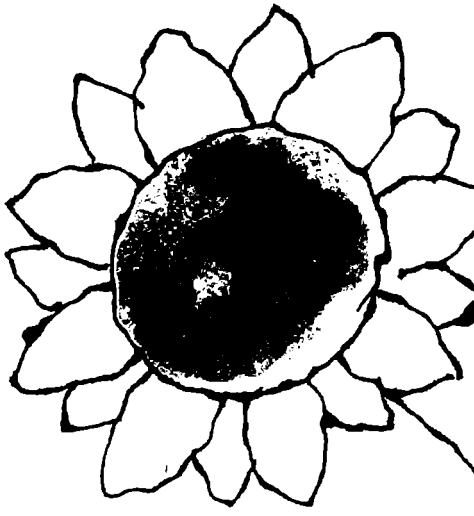

www.pathagar.com

কবিতাসূচি

ঈদের পঙ্খিরাজ ০৫
ডানাওয়ালা রেলগাড়ি ০৭
স্বপ্ন ফাগুন ০৮
বাংলাদেশের বাংলাভাষা ১০
মস্ত পানের বাটা ১১
সুবাসের রঙ ১২
প্রজাপতি ১৩
তারার গগন ১৪
আমাদের রানা ১৫
ভালোবাসার চর ১৬
ঈদের বাড়ি ১৭
বুকের আকাশ ১৮
স্বাধীনতা ১৯
কথার রেনু ২০
১৪ মার্চ ২০০৪ ২২
স্বপ্ন শহর ২৩
দুধ সাদা মাঠ ২৪
ঈদ এলে ২৬
উড়াও ভালোবাসা ২৮
বিজয় হাসে ২৯
শরতের চিঠি ৩০
মহান কাজের শর্ত ৩১
কানামাছি ৩২

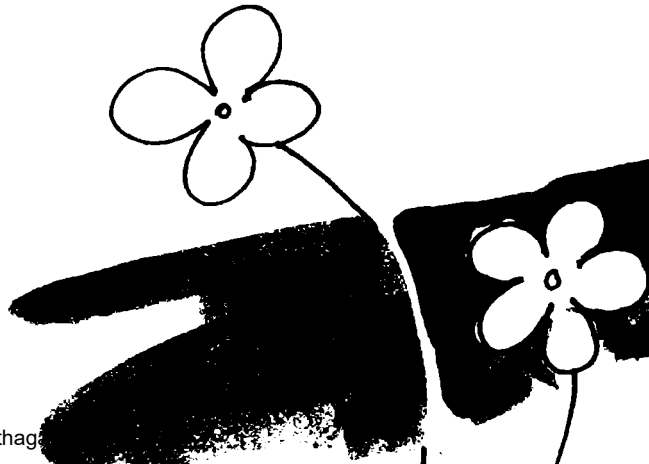

www.pathaga

ঈদের পক্ষিরাজ

বিলের ধারে নীলের বাড়ি তারপরে ভাই সাদা
সেই সাদাতে ঘুমায় দেখো ঈদের শাহাজাদা
মস্তবড় হিরার পালঙ আবিরমাখা জাজিম
ঘুরে ঘুরে মেঘের হাওয়া করছে তারে তাজিম।

মাথার কাছে তারার বাতি দাঁড়িয়ে সারারাত
শাহাজাদার নরম চুলে রাখছে কোমল হাত।
উড়ছে কতো গানের পাখি সোনায় মোড়া পাখ
পায়ের কাছে জটলা করে হাজার পরীর ঝাঁক।

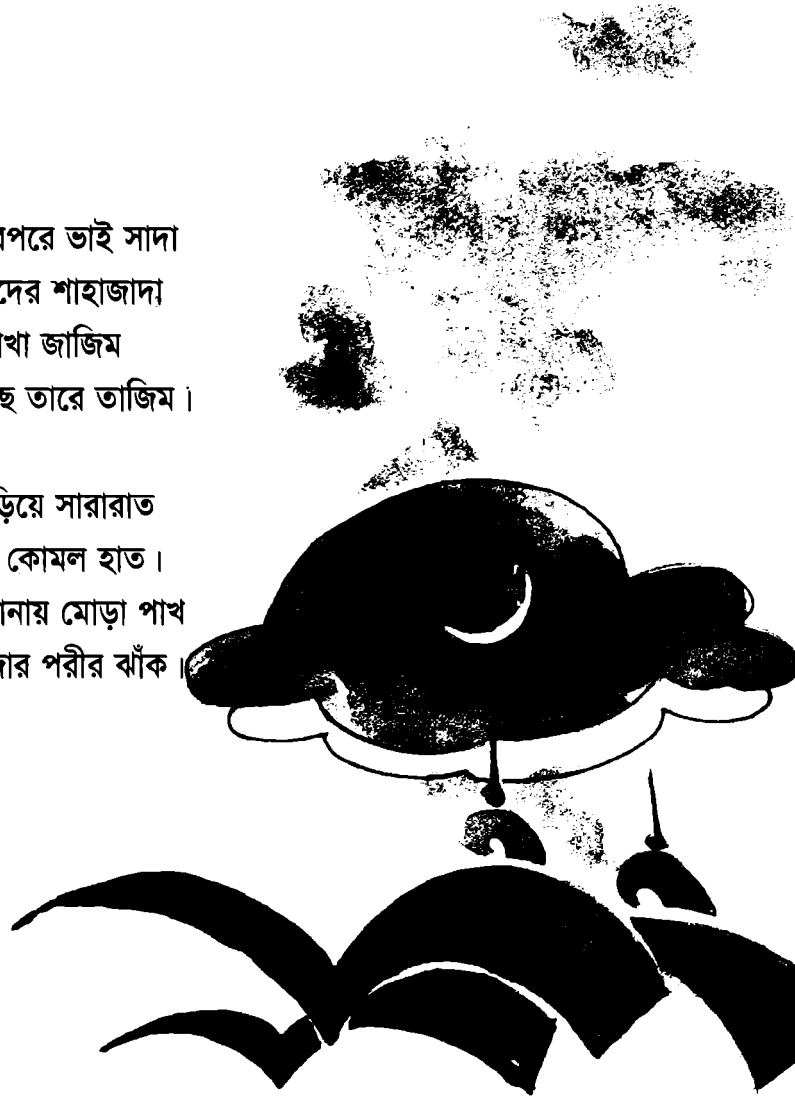

www.pathagar.com

পাপড়ি খুলে জাফরানী ফুল গন্ধ করে বিলি
শাহাজাদার পালঙ্কে তাই আলোর ঝিলিমিলি।
দেওয়াল জুড়ে ঢাল-তলোয়ার চাবুক ঝুলে পাশে
শিশিরধোয়া প্রাসাদখানা শূন্যে শুধু ভাসে।

চলতে পথে উল্কারা দেয় খুশির ঘরে উঁকি
মাথায় মাথায় লাগলো বুঝি ভীষণ ঠুকাঠুকি।
সেই আওয়াজে উঠলো জেগে ঈদের শাহাজাদা
ছড়িয়ে পড়ে সুরের লহর পাখির গলা সাধা।

রংধনুদের বিরাট ঘড়ি উলটে দেখে শেষে
শাহাজাদার পড়লো মনে ফিরতে হবে দেশে।
সিংহদ্বারে আসলো ধীরে চাঁদের পঙ্খিরাজ
উঠলো পিঠে শাহাজাদা মাথায় ঈদের তাজ।

ধূমকেতুরা পুচ্ছ দোলায় হাততালি দেয় তারা
ফেরেশতাদের বাগান জুড়ে কিসের যেনো সাড়া
আকাশ থেকে চুমকি ঝরে বাতাস চলে ধীরে
শাহাজাদার পঙ্খিরাজ নামছে এবার নীড়ে।

বিনয় করে বৃহস্পতি, মঙ্গলে কয় আসো
বুধ-শুক্র বলছে ডেকে আমায় ভালোবাসো
হিরার পালঙ তারার বাতি যতই থাকুক খাসা
পৃথিবীটার জন্যে আমার সকল ভালোবাসা।

www.pathagar.com

ডানাওয়ালা রেল গাড়ি

রেল চলে ঝুপঝাপ
চুপচাপ রাতে
চোখ মেলে জোনাকিরা
তারাদের সাথে।

গ্রাম যায় নদী যায়
চাঁদ যায় দূরে
যাত্রীরা সাঁতরায়
মেঘ ঘুরে ঘুরে।

আগে ছিল কয়লায়
হালে গ্যাস- তেলে
হাওয়া ফুঁড়ে উড়ে গাড়ি
দুই পাখা মেলে।

রেল শুধু বাঁক খায়
টাক্ খায় চাকা
ঠুকঠাক চলে গাড়ি
রংপুর-ঢাকা।

রেল গাড়ি ঝিগঝিগ
রেল যায় ফুস্
রেল গাড়ি তেল খায়
টিটি খায় ঘুষ।

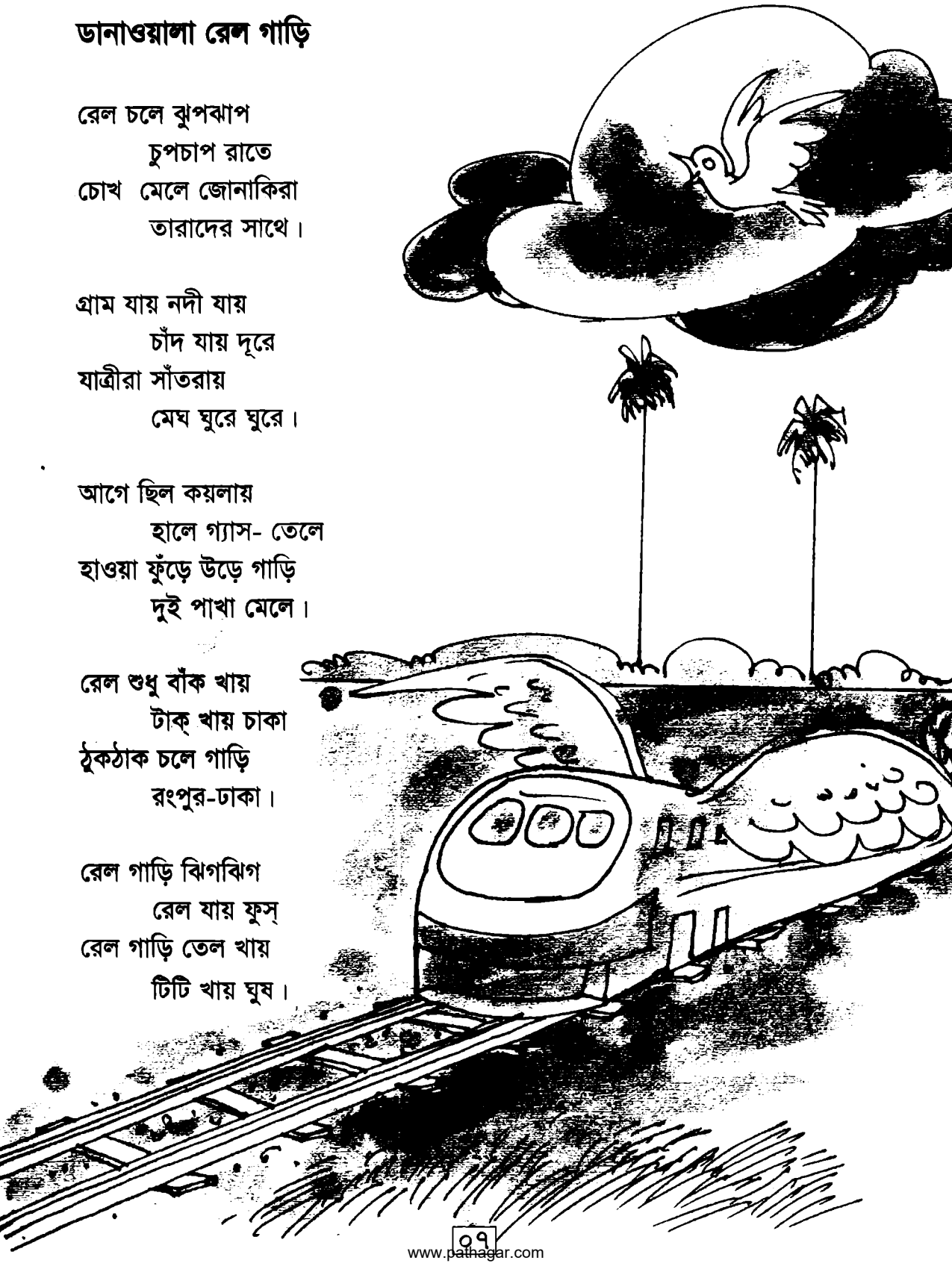

www.pathagar.com

স্বপ্ন ফাগুন

শীতের বাড়ি কোন বিদেশে
কোন ভেলাতে আসে
কোন সায়রের বুকের ভিতর
কোন পাহাড়ের পাশে?

অন্ধকারের চোখের ভাঁজে
ঘাস ফড়িঙের মাথায়
কোন সকালে উলকি আঁকে
রক্তজবার খাতায়?

বেড়ায় ঘুরে বাতাস ফুঁড়ে
নীল-সবুজ এক ঘোড়ায়
সাত আকাশের চূড়ায় বসে
শিশির কণা ওড়ায়?

রাতের বেলা ঘুমায় কোথা
চন্দ্র কি তার ভাই
সূর্য মামা ক্ষেপলে দেখি
কোথাও সে নাই?

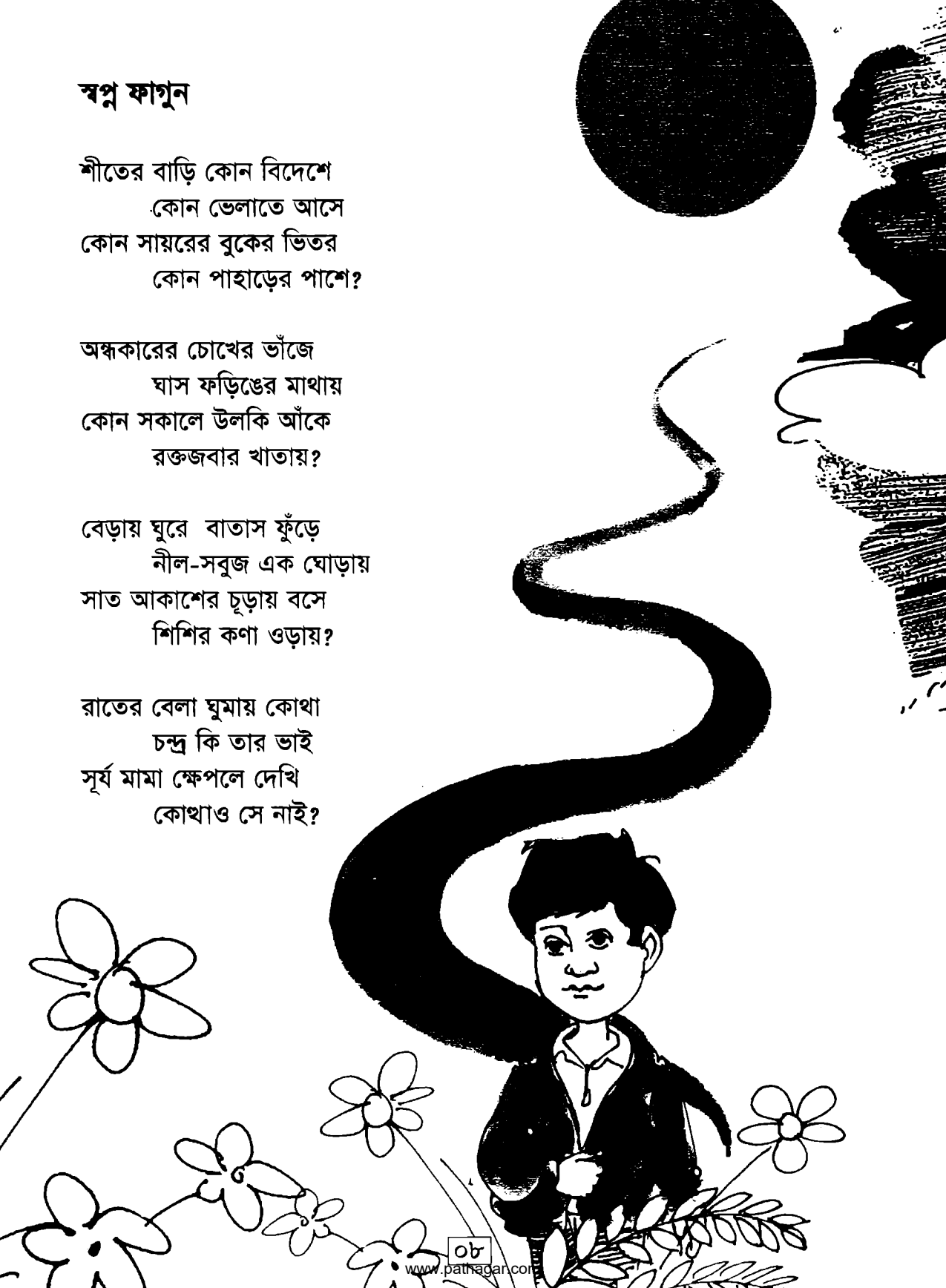

www.pathagar.com

শীতের বাড়ি ফুলের দেশে
হলদে পরীর চুলে
শীত আসে ভাই ফুলের ভেলায়
রঙের ঝুড়ি খুলে।

শীতের ডানায় লুকিয়ে হাসে
শিউলী গোলাপ জুঁই
লাউ-টমেটো বেগুন ডালে
স্বপ্নেরা ছুঁই ছুঁই।

হরকিসিমের উড়াল পাখি
শুভ্র মেঘের নায়ে
শীত এলে তাই ফুলেল হাওয়া
শহর নগর গাঁয়ে।

শীত কি শুধু কাঁপন তোলে
শীত কি শুধু রাগী?
শীত তো সবার স্বপ্ন ফাগুন
সেই স্বপনে জাগি।

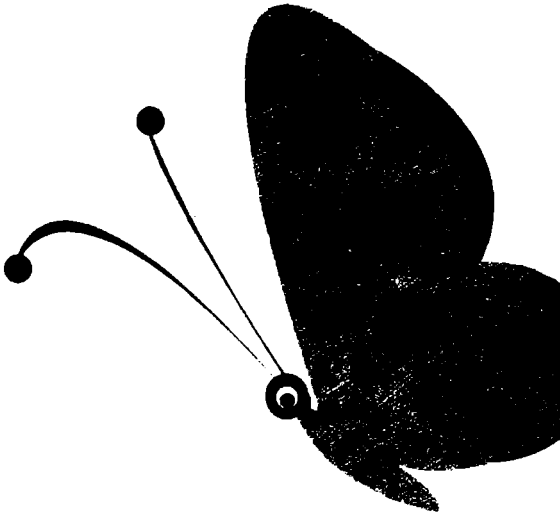

www.pathagar.com

বাংলাদেশের বাংলাভাষা

হাওয়ায় ওড়ে হাজার ভাষা
যন্ত্র দিয়ে ধরো
দেখবে তখন তোমার ভাষা
আকাশ থেকে বড়ো।

বুকের ক্ষেতে টিয়ার পাখা
চোখের ভাঁজে সাগর
রক্তে নাচে কুসুম কুসুম
পেস্তা বাদাম আগর।

তারার চুলে মেঘের নদী
চর্যাপদে টিপ
কাব্য করে কাহ্নপারা
নাচে ভাষার দ্বীপ।

এমন কালে আর্য রাজা
শিকল ফেলে গলায়
সংস্কৃতির কাঁকর-মাটি
ছড়িয়ে দিলো চলায়।

গল্পতো নয় সত্যি কথা
ঘুমিয়ে ছিলো চুপে
ব্রাহ্মণদের চাবুক লাঠি
ফিরতো ভয়াল রূপে।

বাংলাভাষা লিখতে মানা
হুকুম করে জারী
লিখতে গেলে পড়তে গেলে
'রৌরবে' দাও পাড়ি।

অবশেষে সুলতানেরা
তুললো তারে কোলে
ইতিহাসের বিরাট খাতায়
সেই কাহিনী দোলে

সোনার গাঁওয়ের সরস মাটে
বাংলা মেলে কুঁড়ি
জটিল রাজের কুটিল ছায়া।
নর্দমাতে ছুড়ি।

এখন দেখ তোমার ভাষা
কত্তো শোভন রাঙা
বাংলাদেশের বাংলাভাষা
করলো জগৎ চাঙা।

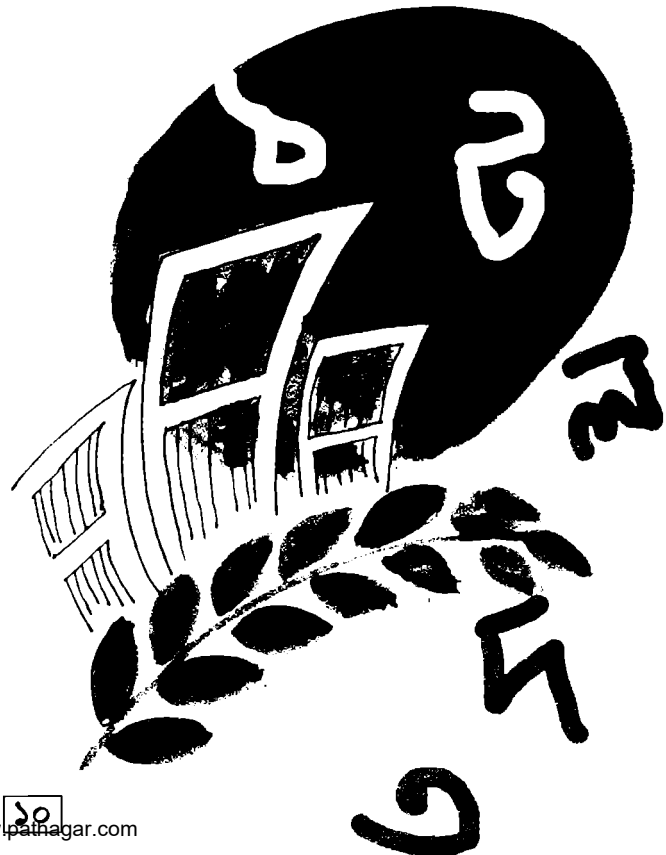

www.pathagar.com

মস্ত পানের বাটা

মেঘের পালে পার হয়ে যাই নদী
সেই পালে কে মাখিয়ে দিলো দধি
গন্ধে ভেজা হাওয়ার চুলে চুলে,
অবাক চোখে ঢেউয়ের ফাঁকে হাঁটা
সঙ্গে লয়ে মস্ত পানের বাটা
কোন আঁধারে ভিড়বো গিয়ে কুলে!

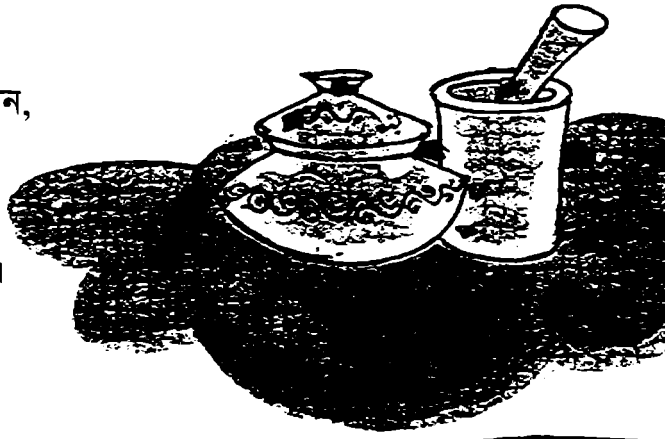

ভাঙ্গা কুড়ের রাঙা উঠান ফুঁড়ে
দাঁড়িয়ে আছে চাঁদের বুড়ি ঘুরে
ডিঙ্গি বোঝাই আসবে কত পান,
মেঘের নদী মেঘের পালে আসে
মাস্তুলে তার গল্প-কথা ভাসে
চাঁদের বুড়ি খুশিতে আটখান।

অবশেষে আসলো পানের বাটা
বুড়ির বুঝি কপালখানা ফাটা
পানের বদল মরণ চাঁদের দধি
পাঠিয়ে দিলো বোঝাই করে, নদী।

সুবাসের রঙ

কামিনীরা কাঁদে যামিনীর শেষে
শিউলীরা হাসে সকালে
রজনীর সজনী দেখ হাস্নাহেনা
ঝুরঝুর ঝরে অকালে।

ধলপরী যেনো শুভ্র বেলীরা
চম্পারা আসে দুপুরে
বিশাল ডালের চুপচাপ ছাদে
নাচে পাতাদের নূপুরে।

গোলাপেরা হাঁটে প্রভাতেও সাঁঝে
কদমেরা খেলে আষাঢ়ে
রক্ত জবার শক্ত বোটারা সন্ধ্যায়
ডাকে, আলতার ভাষারে।

রোদ্রের সাথে সূর্যমুখীরা
দোস্তালী করে প্রাতে
ভরাট জোসনায় হৈ-চৈ ঘ্রাণে
মালতীরা জাগে রাতে।

যোজন আকাশে এখানে সেখানে
শিউলীর মতো তারা
ঝরেনা তো এরা ঘাসের কপালে
সুবাস পাপড়ি হারা।

জোনকিরা ফোটে আঁধারে-বাদাড়ে
বকুলের ছায়া গিলে
তারার ফুলে কী বাগানের তাজা
সুবাসের রঙ মিলে?

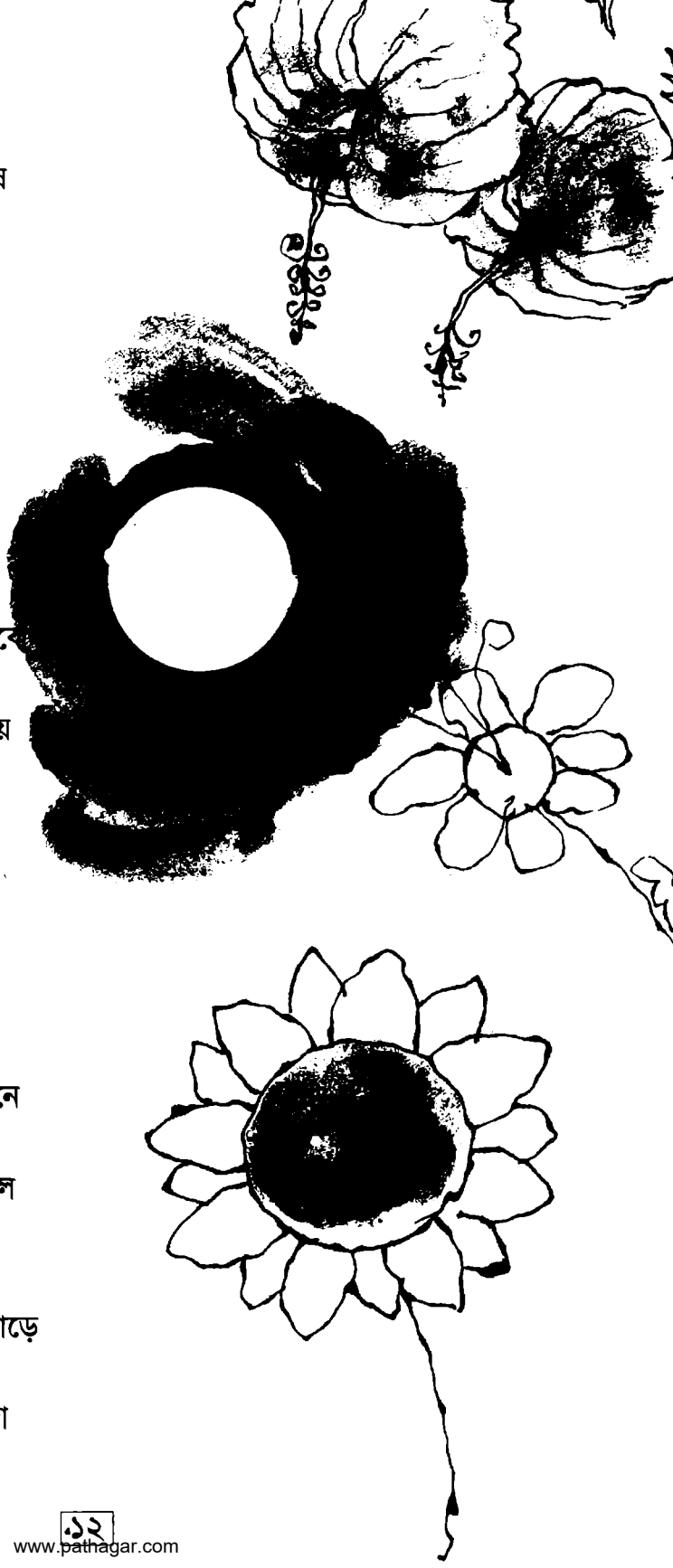

www.pathagar.com

প্রজাপতি

ওদের পাখায় কোন সে মাখায়
লাল বেগুনী চুমকি
ঝলমলানো হাসির গমক
ভাঙলো খুকুর ঘুম কি?

কলস ফুলের অলস চোখে
ঝরছে যখন বিষ্টি
ওরা তখন বানায় চুপে
জুঁই-চামেলীর লিষ্টি।

আকাশ ভরা মেঘের ঘরা
রঙধনুদের বৃত্ত
সেখান থেকে সবুজ কেড়ে
অবুঝ উড়াল নৃত্য।

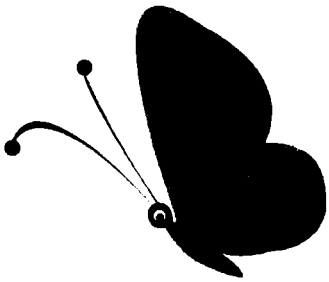

রেশমী ডানায় চিত্র বানায়
কারিগর এক মস্ত
সেই খবরের খুশবু উড়ায়
প্রভাত এবং অস্ত।

ওরা কারা আত্মহারা
ফুল থেকে ফুল ঘুরছে
রঙধনুদের পাপড়ি হয়ে
হাওয়ায় শুধু উড়ছে।

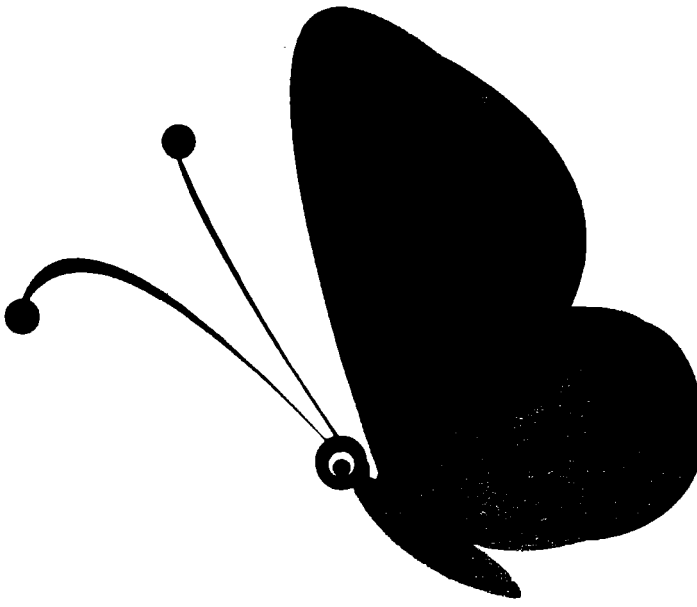

নাম কি তাদের প্রজাপতি
প্রজাবিহীন রাজ্যে
রঙের সাথে ধলপরীদের
বসলো মেলা আজ যে।

www.pathagar.com

তারার গগন

আমি স্বপ্নের কবি আর আল্লা'র প্রিয়দের একজন
আমার ছড়ার শব্দ চোখে চমকায় তারার গগন।
সরিষা ফুলের হলুদ হিরণে পদ্যেরা করে খেলা
ভাষার জাজিমে চাঁদের সুষমা ভাসে বালিহাঁস ভেলা।

বাতাসে দোলায় খুশির পতাকা ভাবনারা টান্‌টন
কথার হৃদয়ে হাঁটে চুপচাপ প্রজাপতি-জাফরান।
আমার কবিতা উধাও আকাশ রোদ্রেরা ঝিকমিক
নয়নসায়রে নায়রির নাও সুরমারা চিক্‌চিক্

ঝুরঝুর ঝরে কাঁঠালীচাঁপা গোলাপের কুমকুম
কাব্য উঠানে রঙধনু নাচে নীলপরী ঘুমঘুম।
দাপাদাপি করে অযুত পাখিরা জবা ফোটে টুকটুক্
মাখামাখি দেখ হরফে হরফে মানুষের সুখদুখ।

মানুষের কবি আমি আর আল্লা'র প্রিয়দের একজন
আমার ছড়ার ছন্দ চোখে চমকায় তারার গগন।

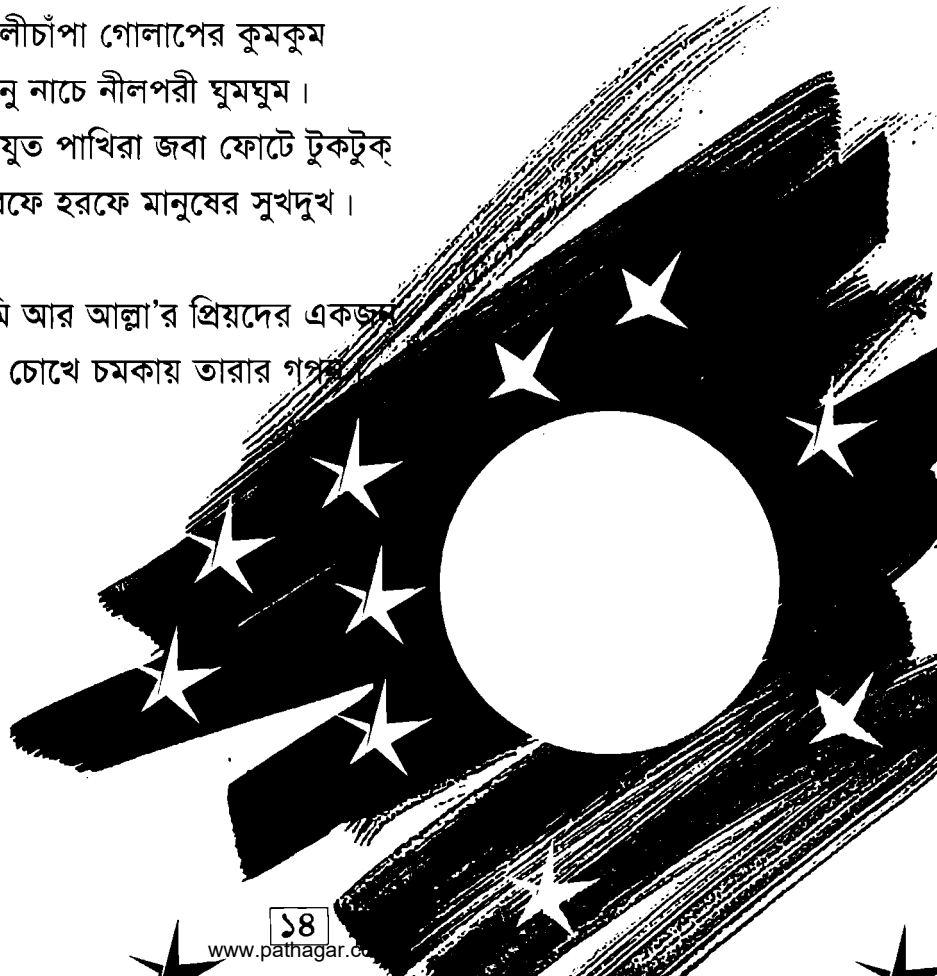

www.pathagar.com

আমাদের রানা

হাওশদীয়ার ছাওয়াল রানা ঢাকায় বসবাস
কাগজ বিলির চাকরী নিয়ে জীবন করে চাষ
ফজর থেকে কর্ম শুরু
সময় কেবল হচ্ছে পুরু
দিনের শেষে দেখছে রানা শরীর সর্বনাশ।

সর্বনাশা শরীর ঠেলে পথ থেকে পথ ঘুরা
দিনরজনী কাজেই কাটে নসিব বুঝি বুরা
সন্তানেরা হচ্ছে বড়
এই ভাবনায় জড়সড়
আয়-ব্যয়ের ফারাক ভীষণ, রুজি থুরাথুরা।

তবু রানা আশায় ভাসে স্বপ্ন উড়ায় মনে
ভাগ্য তো আর যায় না সমান, সুর্য হাসে বনে
কাজের সাথেই দোস্তি তার
এই করে হয় দিন কাবার
ঠোঁটের কোণায় চাঁদের ঝিলিক বিলায় জনে জনে।

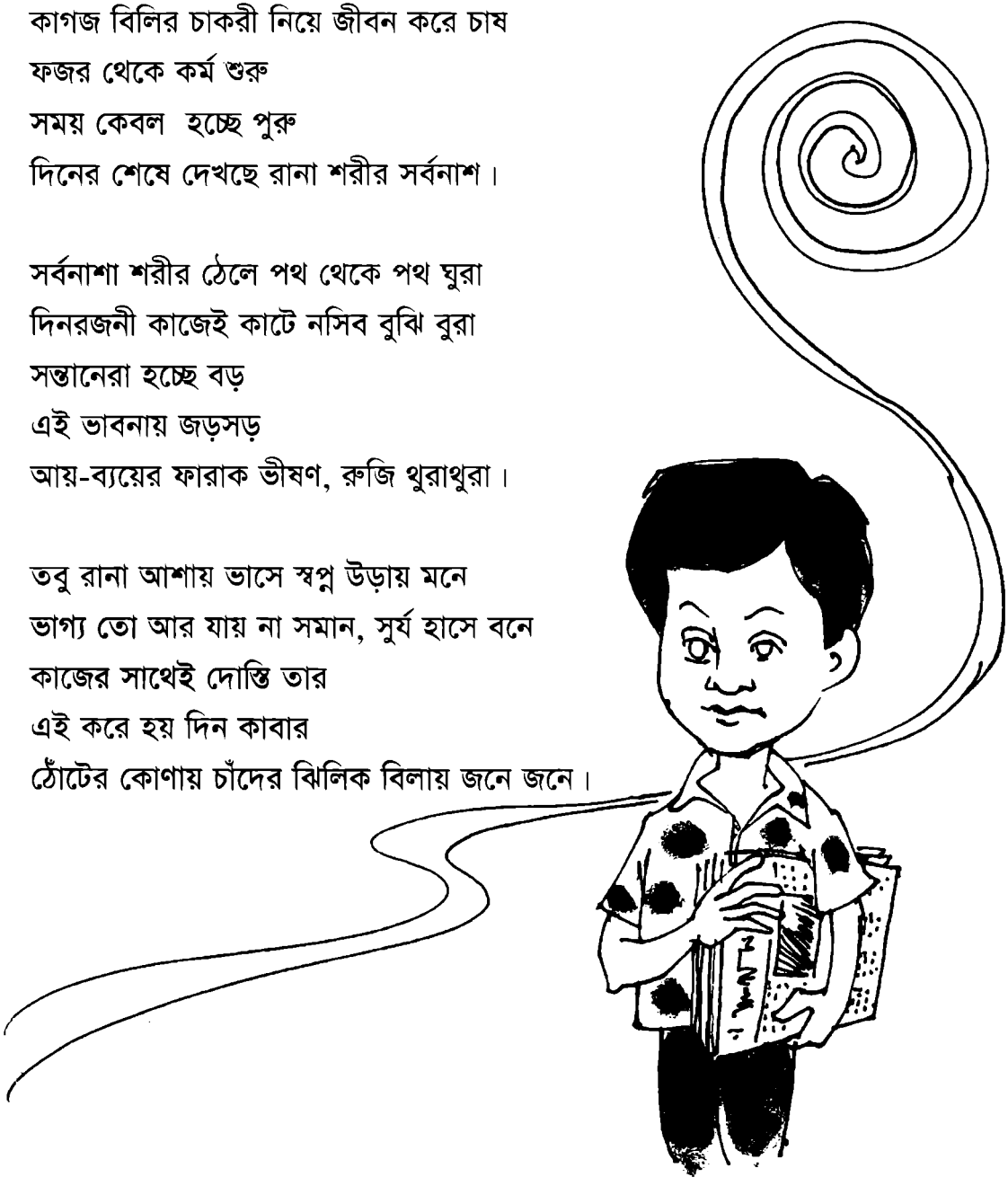

www.pathagar.com

ভালোবাসার চর

আকাশ থেকে ঠিকরে পড়ে চাঁদের মাখন রাতে
উঠান ভরা রোদ ফেলে দেয় সূর্য মামা প্রাতে।
তিয়াষ মিটায় তোমার আমার সাগর এবং নদী
দেশ-মহাদেশ গ্রামের ছায়ায় বইছে নিরবধি।

নানান রকম ফুলের মেলা শহর নগর জুড়ে
মেঘের পালে পাখনা রেখে পাখপাখালী ওড়ে।
ফল-ফসলে ঝলকে ওঠে তেপান্তরের মাঠ
অন্ধকারে আকাশ যেনো শিউলী ফুলের হাট।

হিজল পাতায় শীতল হাওয়া অবাক করে মন
ছবির পিঠে ছবির ভেলা পাহাড় এবং বন।
ফুল পাখিতে মাখামাখি এইতো আমার ঘর
কী করে ভাই ভুলতে বলো ভালোবাসার চর।

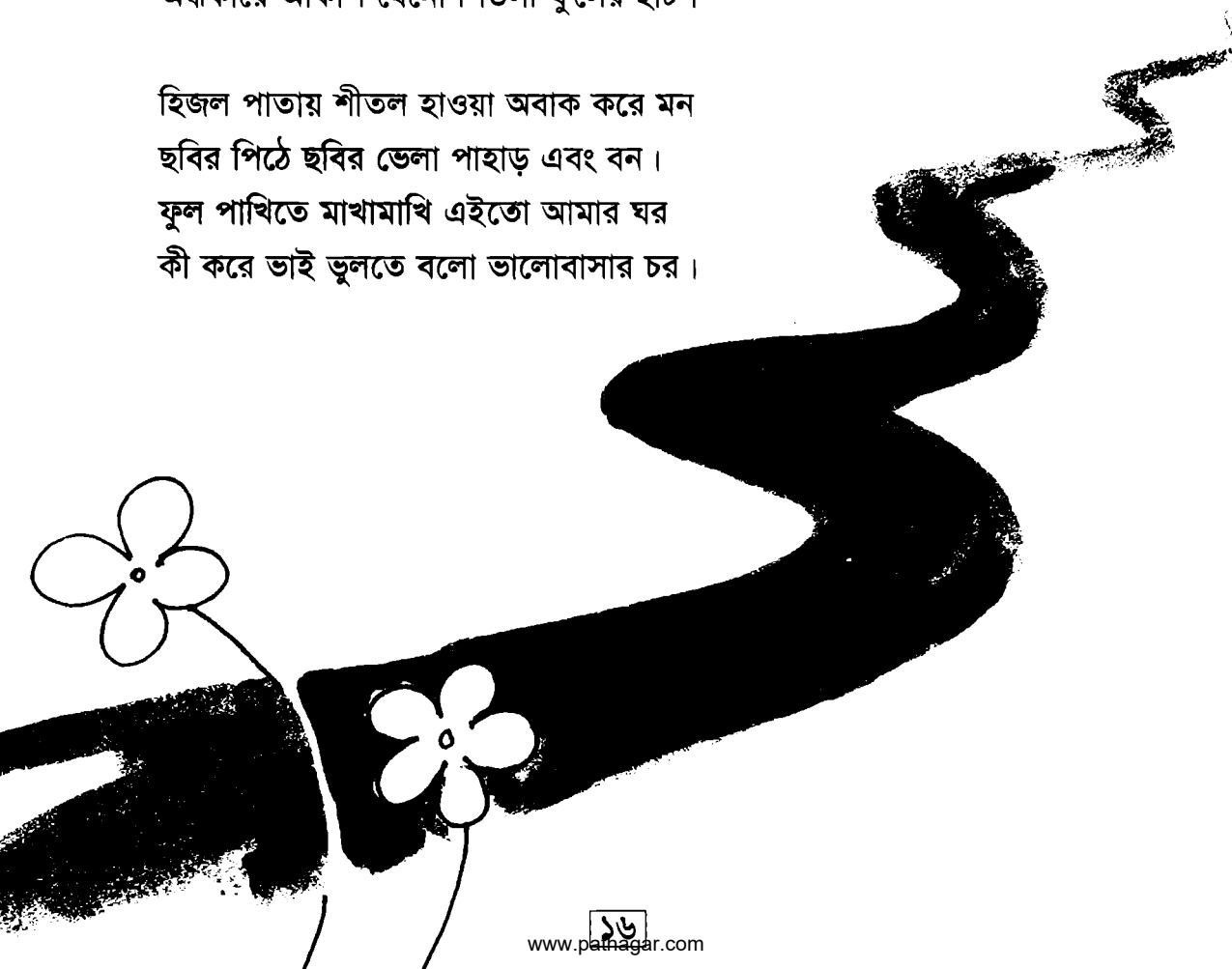

www.pathagar.com

ঈদের বাড়ি

ঈদ বলি ভাই কাকে
আমার জন্যে
দাঁড়িয়ে থাকা
সবুজ গাঁয়ের মাকে?

ঈদ বলি ভাই কাকে
অন্ধকারের
বিশাল চোখে
জোনাক ঝাঁকে ঝাঁকে?

ঈদ বলি ভাই কাকে
দুষ্ট খোকার
নাটাই ঘুড়ি
হাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে?

ঈদ বলি ভাই কাকে
প্রজাপতির
নীলাভ ডানায়
নকশি যিনি আঁকে!

ঈদ বলি ভাই কাকে
কোন অজানায় থাকে
স্বপ্ন সোহাগ মাখে?

ঈদের বাড়ি মনের ভিতর
বেহেশত ভেজা ফুল
খুকুর চুলে জরিন ফিতা
বেণী উলুল ঝুল।

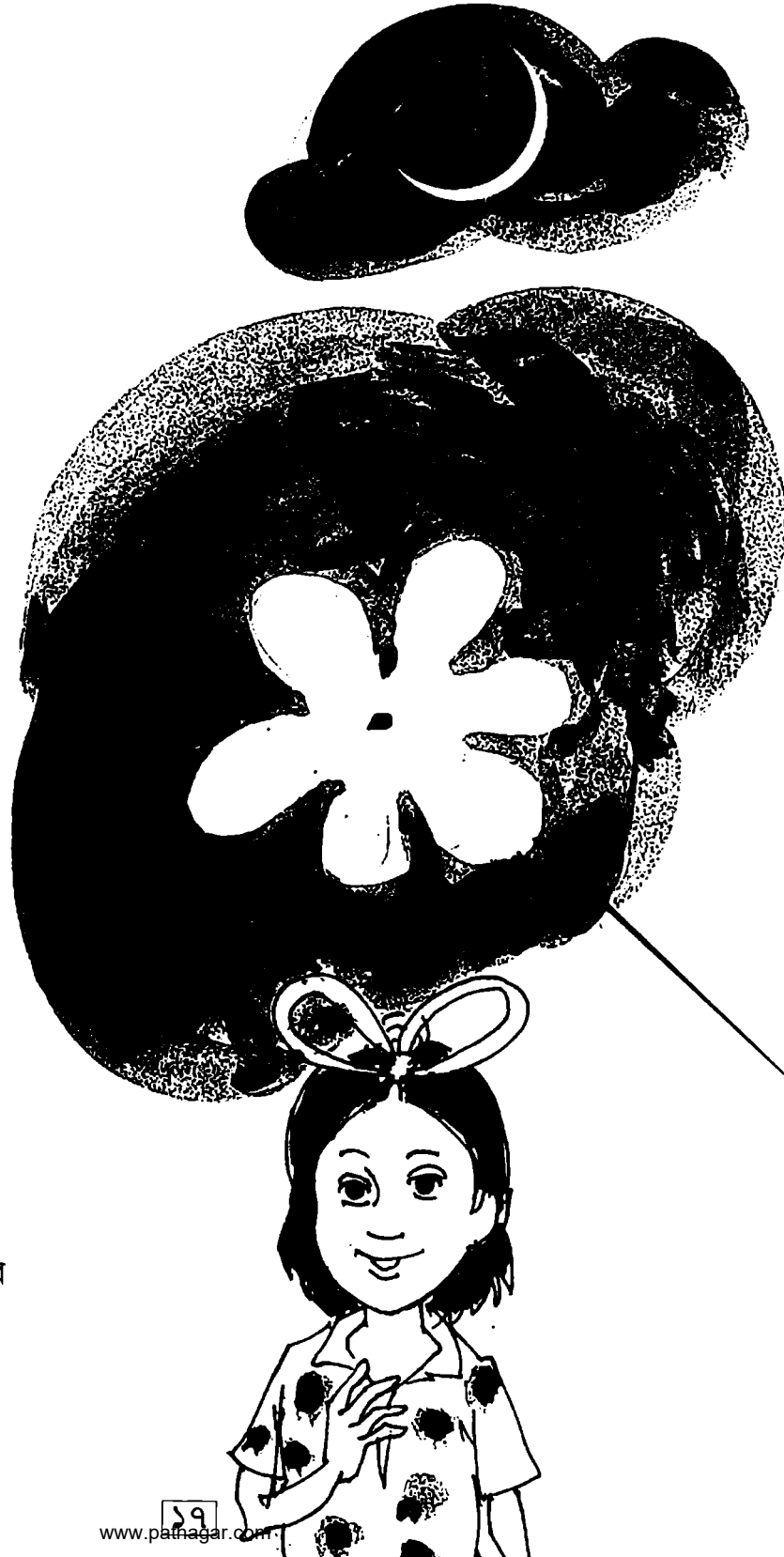

www.pathagar.com

বুকের আকাশ

মানুষ যদি এমন হতো
কেমন
হতো,
গন্ধরাজের ডানা
কাশের
বনে
ধলবগীদের ছানা
চক্ষু টানা টানা।

মানুষ যদি এমন হতো
কেমন
হতো,
জোসনা ধোয়া ফুল
শরৎ
ভোরে
শান্ত মেঘের চুল
হাওয়ারা তুলতুল।

মানুষ যদি এমন হতো
কেমন
হতো,
আসমানে চাঁদ-তারা
অযুত
বছর
স্বপ্ন বিলায় যারা
ভাঙে আঁধার কারা।

মানুষ যদি এমন হতো
কেমন
হতো,
নীল চুবানো সাগর
হৃদয়
খানি
শীতল এবং ডাগর
অহরাত্রি জাগর।

মানুষ কী আর মানুষ হবে, কবে-
হাসবে নদী ভাসবে সুবাস নভে?

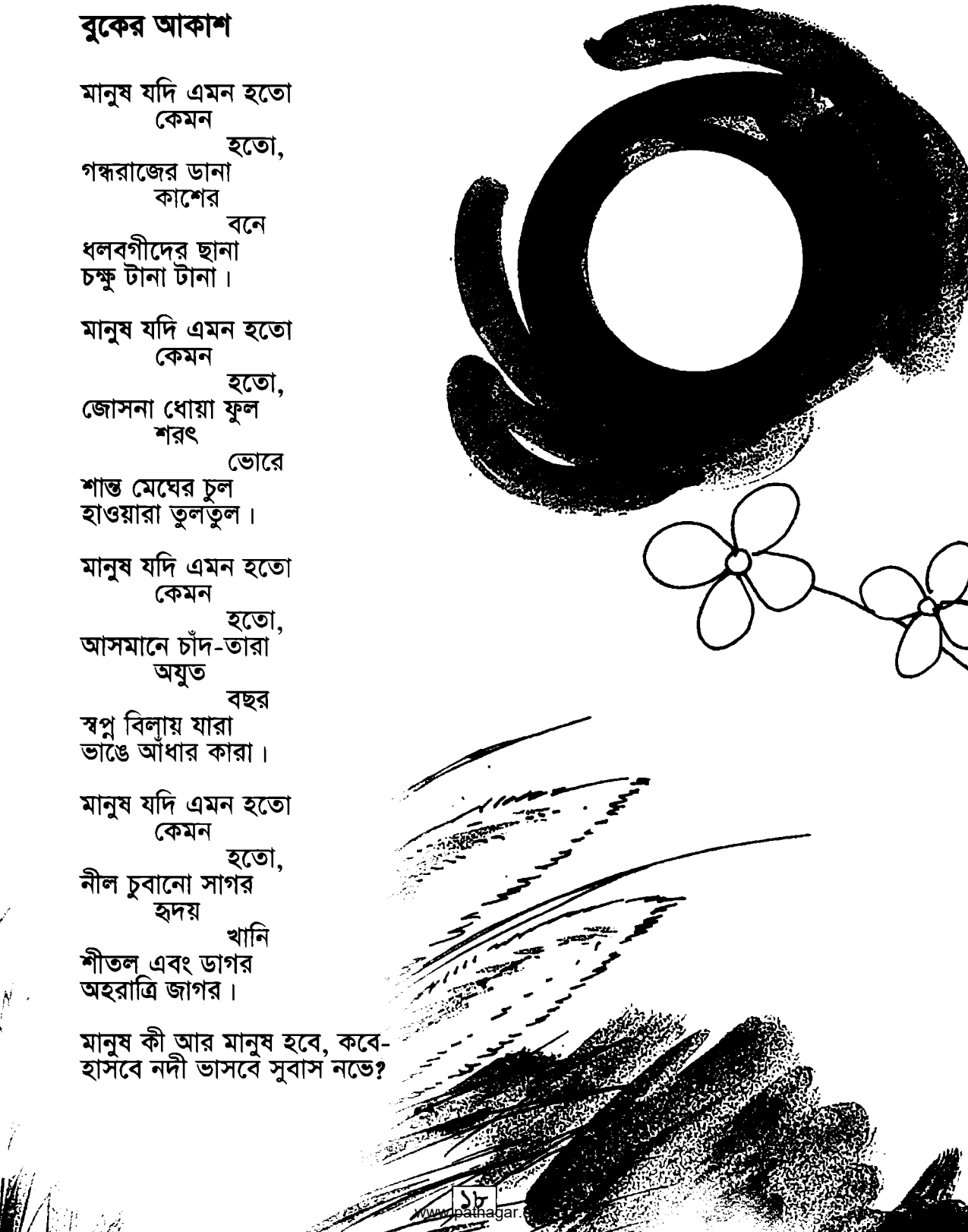

www.pathagar.

স্বাধীনতা

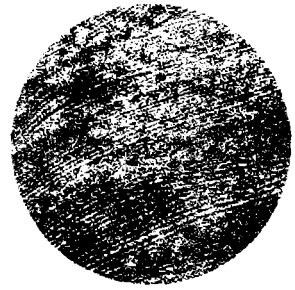

সূর্য ডাকে তুর্যনাদে চন্দ্র ছড়ায় উম
সময় কেমন চলছে হেঁটে গলছে যেন মোম।
রাতের ঘরে সকাল ঘুমায় তারার চোখে পানি
জোছনা ধরে জোয়ারভাটা করছে টানাটানি।

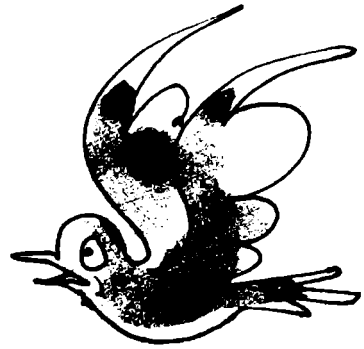

অক্ষিমেলে'পক্ষিকুলে আসমানে দেয় উড়া
হাসির গলায় বাঁশির চাদর উধাও মেঘের চুড়া
শিশির ঝরে নিশির বনে আগুন ফোটে লাল
কার সে তাড়ায় গগন মাড়ায় সবুজ মহাকাল।

কক্ষ পথে বক্ষ রেখে হাফায় মঙ্গল-শনি
বৃহস্পতির কণ্ঠে দোলে গ্যাসের বিরাট খনি।
বাতাস গিলে গাছের পাতা ফসল-ফলায় মাটি
নদীর পেটে মাছের বসত ঢেউয়ের ফাটাফাটি।

সব জগতে সবাই স্বাধীন কিন্তু সীমায় আটকা
পাহাড় সাগর তুচ্ছ বালু গন্ধ ফুলের টাটকা।
টাটকা খুশি আটকা পড়ে ভাঙলে সীমা-পাড়া
নয়নগুলো শয়ন ছাড়া স্বপ্ন দিশাহারা।

www.pathagar.com

কথার রেণু

১. লিখতে যখন বসি
লাফিয়ে ওঠে মসি
খানিক বাদে
ফেরেশতারা
দোলায় চোখে শব্দমালার রশি
চন্দ্র তারা মেঘের পাহাড় চষি।

২. ফুল-পাখিরা আসে
প্রজাপতির পাশে
আকাশ ভাঙ্গা
বাতাস তখন
গল্প লেখে দূর্বা ঘাসে ঘাসে
সূর্য মামা নদীর পিঠে হাসে।

৩. কাব্য করার দারুণ সময় আজ
তারার বনে রঙের কারুকাজ
বৈঁচি ডালের
কোমল পাতায়
ফড়িং নাচে, নীল-বেগুনী সাজ
চাঁদের পেটে রাতের মহা ভাঁজ।

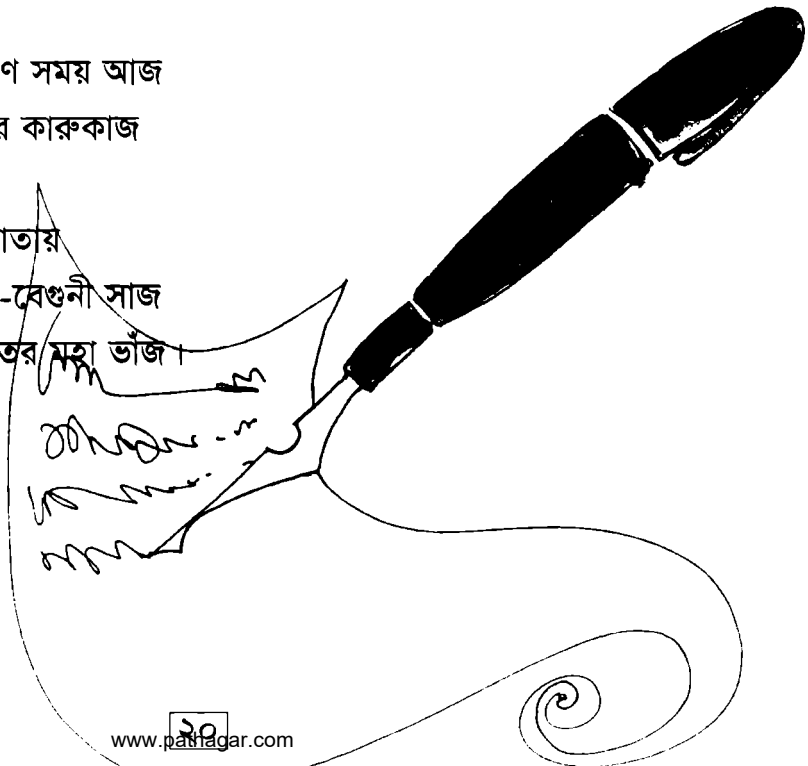

www.pathagar.com

৪. সরষা ফুলের হলুদ মাখো
চম্পা ফুলের পাপড়ি আঁকো
ঝিংগে পাতার
ফিংগেটারে
গোলাপ ভেজা আবেগ দিয়ে ডাকো
স্বপ্নগুলো ফুলের ভিড়ে রাখো।

৫. মঙ্গল নাকি লাল
খবর এলো কাল
কাব্যকলার
নাব্য নদী
লুকিয়ে রাখে স্রোতের মহাকাল
পরীর ডানায় রাঙা দুধের পাল।

৬. পাখির মতো কবিরা সব উড়ে
সন্ধ্যা-সকাল সময় ফুঁড়ে ফুঁড়ে
কথার রেণু মেখে
সবুজ দেখে দেখে
উড়াল পাখা সপ্ত আকাশ জুড়ে
সুবাস রাখে জগত ঘুরে ঘুরে।

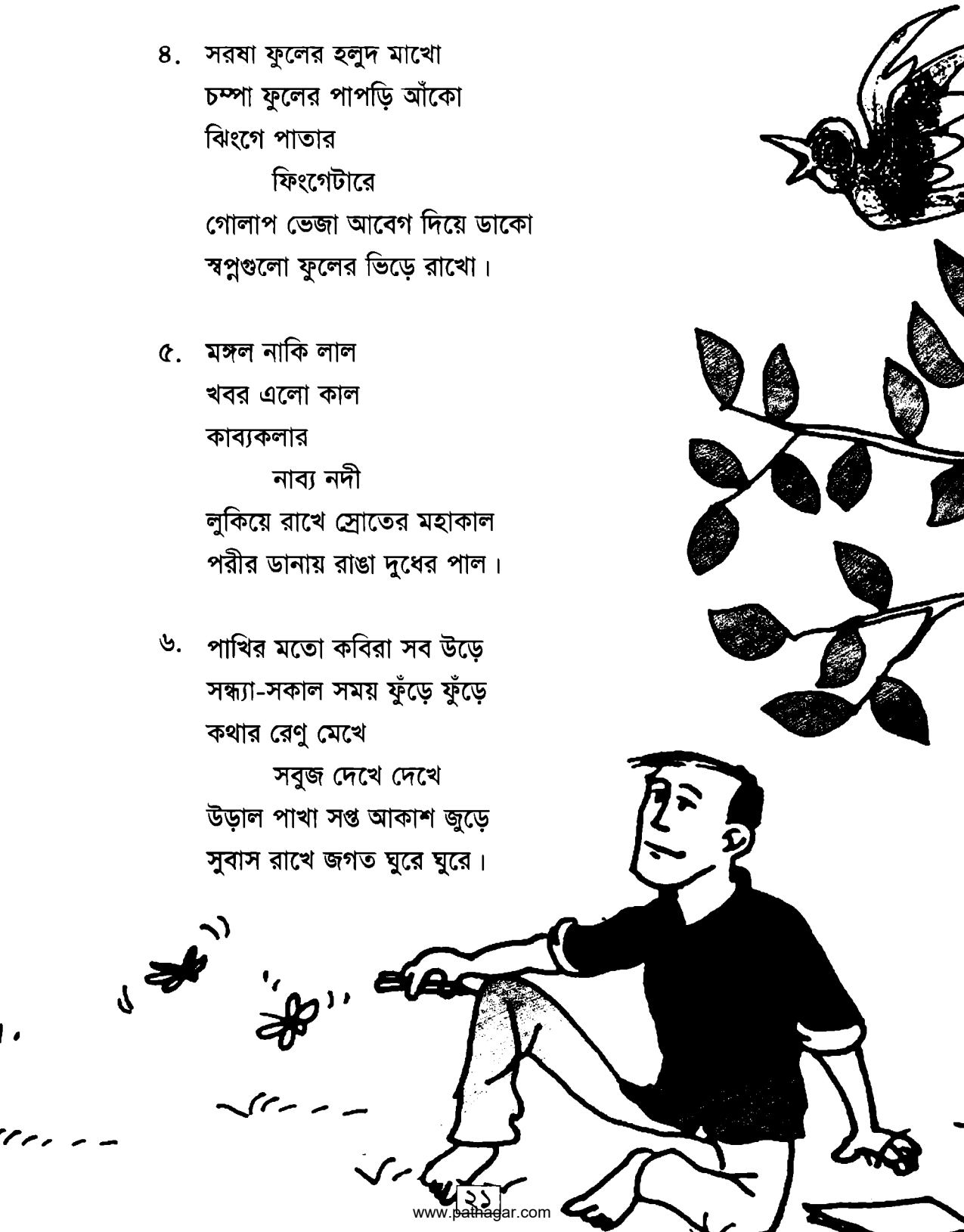

www.pathagar.com

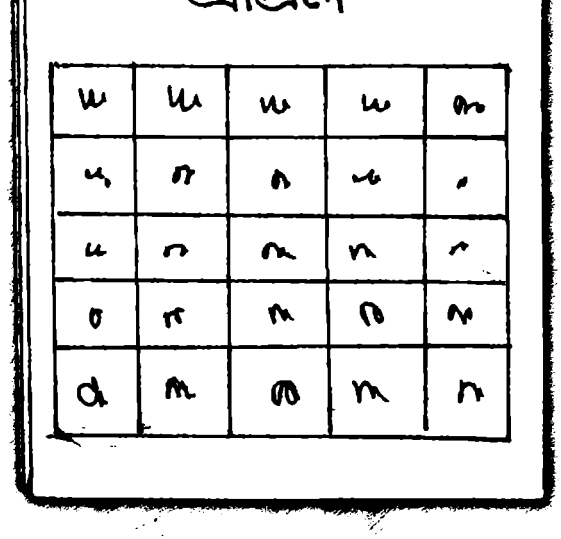

১৪ মার্চ ২০০৪

আগারগাঁওয়ের মোড়ে
যেই পড়েছি ঘোরে
আসলো গাড়ি চট্
ভাঙলো পায়ের হাড্ডিখানা মট্।

দৌড়ে এলো ফেরেশতারা
লোকটা বুঝি গেলোই মারা
তুললো টেনে ক্ষপ
ততক্ষণে রক্ত ঝরে ঝপ্।

বৈদ্য-হেকিম অষুধপাতি
ঘর ভরে যায় রাতারাতি
ঠিক যেনো এক হাট
আমিই কেবল দুধ বিছানায় কাঠ।

লেখালেখির বন্ধ কলম
সঙ্গি শুধু অষুধ-মলম
স্বপ্নগুলো চুপ
ক্যালেন্ডারের একটি পাতা টুপ্।

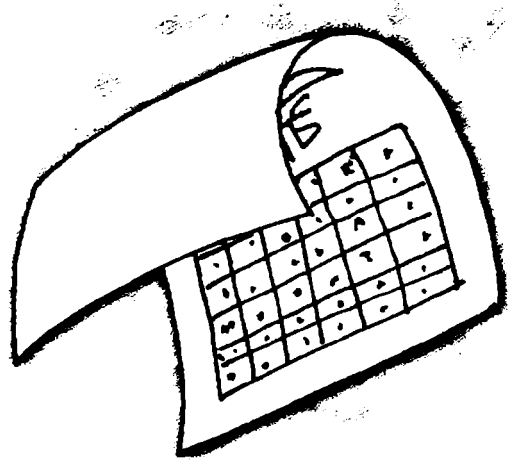

www.pathagar.com

স্বপ্ন শহর

তিতাস পাড়ের স্বপ্ন শহর
হৃদয়-ভরা গানের লহর
মাহাদেবের মন্ডা মিঠাই
দুগ্ধ-দৈ এর বইছে নহর।

আকাশ ফুঁড়ে সফেদ মিনার
কেশর দোলায় মেঘের কিনার
মুয়াজ্জিনের দরাজ গলায়
বাজছে গীতি লক্ষ বীণার।

ইতিহাসের সোনার পাতা
ঈসা খানের সবুজ রাতা
স্বাধীনতার রক্ত চোখে
সরাইলে যার তুলতো মাথা।

কালিদহের বিশাল সায়র
এই মুলুকে করতো নায়র
বাণিজ করে চাঁদ সদাগর
সপ্ত ডিঙ্গায় উজান সায়র।

তিতাস পাড়ের রঙিন শহর
কাব্য গাঁথার পিনিশ বহর
উধাও জমিন উদার আকাশ
এই নিয়ে তার কাটছে পহর।

www.pathagar.com

দুধ সাদা মাঠ

আকাশের তারা
নয় খাপ ছাড়া
চাঁদ থেকে নামে
মাখনের ধারা।

লেজ সিধা পাখি
আগুনের আঁখি
কোটি ক্ষণ পর
করে ডাকাডাকি।

ছায়া পথে হাঁটে
কারা যেনো ডাঁটে,
চোখ কাঁপা কাঁপা
দুধ সাদা মাঠে

মেঘ উড়া উড়ি
সুতাহীন ঘুড়ি
পৃথিবীর পিঠে
দেয় সুড়সুড়ি।

মঙ্গল ও শনি
গ্যাসদের খনি
দূরে দূরে বাস
নেই বনাবনি।

কালো কালো ডোবা
নাই তার শোভা
কাল গিলে গিলে
তবু সে যে বোবা।

সূর্যের লালা
প্রভাতের থালা
টুপটাপ ঝরে
শিউলীর মালা।

সময়ের পাখা
আসমানে রাখা
হিম হিম ফুঁয়ে
ঘুর ঘুর-চাকা।

কথা শুনে শুনে
পথ গুণে গুণে
এরা সব চলে
উম বুনে বুনে।

ছবি মন কাড়া
কে যে দেয় নাড়া
তাঁরে খুঁজে খুঁজে
হই দিশাহারা।

www.pathagar.com

ঈদ এলে

ঈদ এলে ঈদগাহ্
ঈদ এলে টুপি
ঈদ এলে বাঁকা চাঁদ
আসে চুপিচুপি।

ঈদ এলে নিদ নাই
জিদ ধরে খোকা
জুতা চাই জামা চাই
ফুল থোকা থোকা।

ঈদ এলে ঝুপঝাপ
মিলেমিশে নাওয়া
আম্মার পাশে বসে
তেল পিঠা খাওয়া।

ফিরনির তশতরী
জরদার থালা
আকাশের ভাষা চাই
তারাদের মালা।

প্রজাপতি ডানা চাই
চোখ চাই টানা
পরীদের ঘরে যাবো
কারো নাকো মানা।

www.pathagar.com

ঈদ এলে উড়াউড়ি
ফুরফুরে বায়ূ
ঈদে চাই শান্তির
কোটি কোটি আয়ু।

পাখিদের আঁখি চাই
গোধুলির লাল
ঈদ এলে মিস্‌মার
সব জঞ্জাল।

ভালোবাসা-স্নেহ চাই
দেহ চাই ভালো
গরিবের বুকে চাই
উম ঝরা আলো।

ঈদ এলে রোদ চাই
ঈদ এলে খুশি
হৃদয়ের ধান ক্ষেতে
ঈদটাকে পুশি।

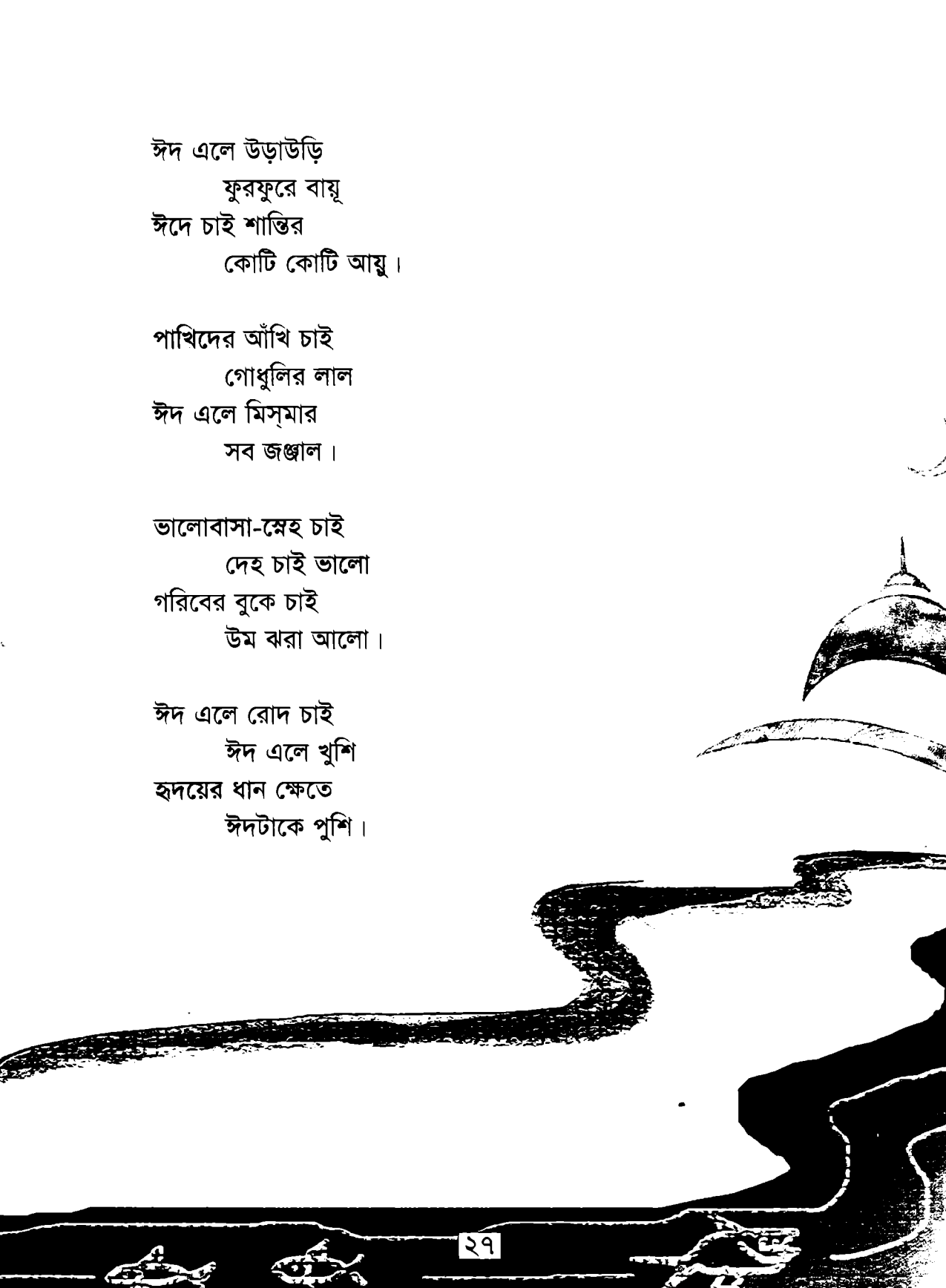

উড়াও ভালোবাসা

দেশের মাটি কামড়ে থাকো
খামছে ধরো ভাষা
হৃদয়টাকে উদাম করে
উড়াও ভালোবাসা
স্বপ্নে মাখা অতীতটারে
বর্তমানে মিশাও
অন্ধকারের দ্বন্দ্ব যতো
আলোর সাথে পিশাও।

www.pathagar.com

বিজয় হাসে

কদমফুলের নরম চুলে
স্বাধীনতার নিশান
উড়ে
সেই নিশানের ছায়ায় দোলে
ধলবগারা আকাশ
জুড়ে।

চাঁদের পাশে তারার জমিন
কাদের যেন বাগান
বাড়ি
সেই বাগানের পাপড়ি ঘিরে
ফেরেশতাদের মস্ত
সারি।

রঙধনুদের ঠোঁটের ফাঁকে
খুঁজছে দেখ ছোট্ট
খুকু
ভালোবাসার উষ্ণ উমে
স্বাধীনতার চিহ্ন
টুকু।

হিজলফুলের নীলচে আভায়
বিজয় হাসে স্বপ্ন
মাখা
সেই বিজয়ের উধাও মাঠে
ইতিহাসের গল্প
আঁকা

ছিড়তো যখন খুশির রেণু
সেনের বেটা সর্ব
নেশে
আসলো তখন সতরো ঘোড়া
টগবগিয়ে ভাটির
দেশে।

তিতুমীরের বাঁশের যাদু
ঈসা খানের কামান
ফোটে
এমনি করে পাথর ভেঙে
স্বাধীনতার সূর্য
ওঠে।

www.pathagar.com

শরতের চিঠি

ধলবগাদের পাখায় গুঁজে কে পাঠালো চিঠি
সেই চিঠিতে শরত ফুলের পুলক ভরা দিঠি।
পাখির ঠোঁটে অলস সময় পাতার গালে নীল
গগণ ফেটে হাসে প্রভাত সোনালী স্বপ্নিল।

শ্রাবণ ভেজা মেঘের ঘাড়ে ঝোলে রাতের তারা
আকাশ জুড়ে কাশফুলেরা দিচ্ছে শুধু নাড়া।
চাঁদের চোখে শিশির ফোটা নিশির দেহে হিম
বৈঁচী পাতায় চৈতি সুরে হাওয়ারা রিমঝিম।

স্বর্ণ লতার কর্ণে ফোটে বর্ণ শত শত
রক্ত চূড়ার তক্তপোশে বর্ষা যখন গত।
সূর্য তখন দাঁড়িয়ে থাকে স্নিগ্ধ ছায়ার তলে
ঘিয়ের মতো রোদের পানি নামছে গলে গলে।

বাতাস কেটে খুশির চমক ভূষির মতো উড়ে।
হঠাৎ লালের আঁচল দোলে অনেক দূরে দূরে।
শান্ত ঝিলের প্রান্তে কারা রঙের চিঠি রাখে
আটকে থাকে ধলবগারা মনের ফাঁকে ফাঁকে।

এই যে শরত বন্ধু শরত মহাকালের ঘাম
সময় গুনে হাঁটছে দেখো দিবস এবং যাম।

www.pathagar.com

মহান কাজের শর্ত

রাতের চোখে দিনের ঘড়ি
মহাকালের পাগড়ি পরি
ছুটছে
মাখন ঝরে চাঁদের মাঠে
তারার কুঁড়ি মেঘের পাটে
ফুটছে।

আকাশ ফেটে রোদের সিঁড়ি
ফেরেশতাদের রঙিন পিঁড়ি
নামছে
বাঘের মতো তুফান-ঝর
আবার দেখো বজ্র কর
থামছে।

গলছে বরফ নিরবধি
বাতাস এবং সাগর নদী
চলছে
ধানের শিষ ফুলের পাতা
স্বপ্ন সবুজ কাব্যগাথা
বলছে।

বুধ-মঙ্গল-বৃহস্পতি
বক্ষে নিয়ে বিরাট গতি
উড়ছে
অযুত বছর হাওয়ার রথে
কেউ জানে না কোন সে পথে
ঘুরছে।

এই যে ঘোরা এই যে ওড়া
মহাকালের ব্যস্ত ঘোড়া
ধুঁকছে
পালন করে আদেশ শুধু
দিন-রজনী কাজের মধু
শুঁকছে।

কাজ কি শুধু বিনিময়ে, কাজ কি শুধু অর্থে
মহান কাজের কর্মগুলো হয় যে বিনা শর্তে।

www.pathagar.com

কানামাছি

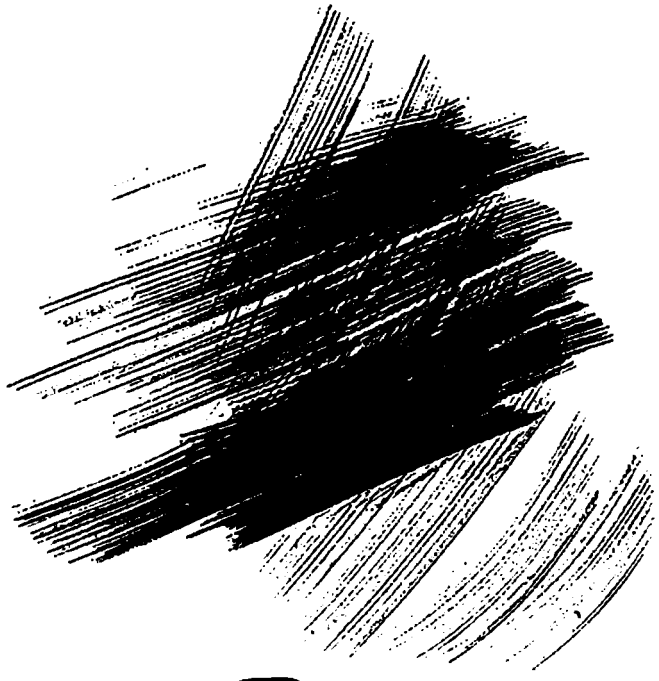

মাছিরা কী কানা হয়
কানামাছি কৌয়ে,
তবু খেলো কানামাছি
রাত-দিন মৌজে।

এক চোখে আন্ধার
তারে কয় কানা রে
কানাদের কানা বলা
বিলকুল মানারে।

দুই চোখে আলো নাই
সেতো হয় আন্ধা
আরো যদি রাখো তারে
গামছায় বান্ধা।

মানুষেরা কানা হয়
হয় দেখো নানা রে
লাখ চোখ মাছিদের
কার আছে জানা রে।

ডানা থাকে পরীদের (?)
নাচে ফুল-উঠানে
কানামাছি পেতে চাও
যাও তবে ভুটানে।

www.pathagar.com

BCBS
Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
চট্টগ্রাম অফিস ঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম, ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩।
ঢাকা অফিস ঃ ১২৫, মতিঝিল [illegible]১০০০, ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১।
www.pathagar.com